দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 8 APR 2013

মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পদ্ধতির যুগে প্রবেশ করলো বাংলাদেশ

স্টাফ রিপোর্টার : মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পদ্ধতির যুগে প্রবেশ করছে বাংলাদেশ। প্রাথমিক পর্যায়ে ২৩ হাজার ৩০০টি স্কুল-মাদ্রাসায় এ ব্যবস্থা চালু করছে। এর মাধ্যমে এ দেশের শিক্ষা ব্যবস্থায় যুগান্তকারী পরিবর্তন আনবে বলে মন্তব্য করেছেন শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ। তিনি গতকাল (রোববার) দুপুরে রূপসী বাংলা হোটেলে আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্প আয়োজিত চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠানে একথা বলেন। ২৩ হাজার ৩০০টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম চালুর লক্ষ্যে প্রজেক্টর সরবরাহের বিষয়ে ৭টি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে এক চুক্তিস্বাক্ষর অনুষ্ঠান হয়। মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক প্রফেসর ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিক্ষাসচিব ড. কামাল আবদুল নাসের চৌধুরী, অতিরিক্ত সচিব ইকবাল খান চৌধুরী, প্রকল্প পরিচালক আবুল কালাম আজাদ প্রমুখ বক্তৃতা করেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, গত চার বছরে শিক্ষাখাতে ঐতিহাসিক সংস্কার আনা সম্ভব হয়েছে। জাতীয় শিক্ষানীতি, ১ জানুয়ারি বই প্রদান, সুনির্দিষ্ট তারিখে পাবলিক পরীক্ষা শুরু ও ফল প্রকাশ, তথ্য প্রযুক্তির ব্যাপক ব্যবহার নিশ্চিত করা, সৃজনশীল প্রশ্নপদ্ধতি প্রবর্তন, প্রাথমিকে প্রায় শতভাগ ভর্তি, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে ছাত্রছাত্রী সংখ্যা সমতা আনয়নসহ বিভিন্ন খাতে দৃশ্যমান পরিবর্তন আনা হয়েছে। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঘোষিত ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার জন্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত আধুনিক প্রযুক্তিতে দক্ষ নতুন প্রজন্ম গড়ে তোলা। আমরা দেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তথ্য প্রযুক্তির ধারণা পৌঁছে দিতে চাই। আমরা সরকারের নিজস্ব অর্থে আইসিটি প্রকল্প গ্রহণ করেছি। ডিজিটাল কন্টেন্ট তৈরীর জন্য ২৩ হাজার ৩০০ জন কম্পিউটার শিক্ষকেই প্রশিক্ষণ দেয়া হচ্ছে। মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম পদ্ধতি আমাদের প্রচলিত পাঠদান ও গ্রহণ পদ্ধতিতে বিশাল পরিবর্তন আনবে। আগামী মে মাসের মধ্যে ২৩ হাজার ৫০০ স্কুলে ল্যাপটপ, ইন্টারনেট মডেম, স্পীকার ইত্যাদি সরবরাহ সম্পন্ন হবে। আগামী জুন থেকে প্রজেক্টর সরবরাহ শুরু হবে। এক পর্যায়ে দেশের সকল শিক্ষার্থীর হাতেই একটি করে ল্যাপটপ তুলে দেয়া হবে বলে উল্লেখ করেছেন শিক্ষামন্ত্রী। আইসিটি'র মাধ্যমে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার প্রচলন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকের সাথে ৭টি প্রতিষ্ঠানের চুক্তি হয়।